



হজ গাইড

প্রয়োগালো

ব্যক্তিগত তথ্য

ନାମ :

পাসপোর্ট নম্বর :

এজেন্সির নাম :

ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର : _____ / _____

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

হজ গাহিড়

আলহাজ ফেরদৌস ফয়সাল

ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବେ

মুখ্য

বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশে সৌন্দি আরবে যান। সেখানে গিয়ে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, নতুন পরিবেশসহ বিবিধ কারণে তাঁদের অনেক সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ পালনের জন্য দরকার যথাযথ প্রস্তুতি ও জানাশোনা।

প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ফেরদৌস ফয়সাল পরগপর ১৬ বছর হজ পালন করেছেন। এর সুবাদে মুক্তা, মদিনা ও জেদার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশের সুযোগ হয়েছে; নানাভাবে জানার সুযোগ হয়েছে পবিত্র হজ পালনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি হজ পালন সম্পর্কে একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত গাইড তৈরি করেছেন। হজ গাইডটি এবার ১৩ বারের মতো ছাপা হচ্ছে। গত ১২ বছরে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের মধ্যে প্রায় ১৬ লাখ কপি হজ গাইড বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রথম আলো/কার্যালয় থেকে এবং ঢাকার আশুকোনা হজ ক্যাম্পে হজযাত্রীদের মধ্যে এ গাইড বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়।

প্রথম আলোতে হজের সংবাদ পরিবেশনের জন্য পবিত্র হজের সময় সৌন্দি আরবে ফেরদৌস ফয়সালকে প্রতিবেদক হিসেবে পাঠানো হয়। বাংলাদেশের হজযাত্রী ও হজের খ্বরাখ্বর গুরুত্বসহকারে প্রথম আলোতে ছাপা হয়। হজ পালনের আগে হজের প্রস্তুতি নিয়ে ছাপা হয় দুটি বিশেষ ক্রোডপত্র। আর সারা বছরই হজের সংবাদ প্রচারের জন্য www.prothomalo.com/hajj নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে হজ পালনের জন্য এ আয়োজন সামান্যতম হলেও যদি হজযাত্রীদের সহায়ক হয়, তবে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও আলেমদের সহায়তা নিতে পারেন হজযাত্রীরা। সব হজযাত্রীর জন্য রইল আমাদের শুভকামনা।

মতিউর রহমান
সম্পাদক, প্রথম আলো

ঁরা হজে যাচ্ছেন

হজে যাচ্ছেন, আঞ্চাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছন, ‘হে আঞ্চাহ! আমার হজকে সহজ করো, কবুল করো।’ দেখবেন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হজের দীর্ঘ সফরে দৈর্ঘ্য হারাবেন না। সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মানসিকতা রাখবেন, তাহলে সহজে বিচলিত হবেন না।

হজের প্রস্তুতিপর্বে মাধ্যম (সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়), হজযাত্রী প্রাক-নিরক্ষন, পাসপোর্ট তৈরি করা, হজের টাকা জমা, হজের নিয়মকানুন জানা, পরে টিকা দেওয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ সংগ্রহ করা, প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করা, বিমানের টিকিট সংগ্রহ ও তারিখ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ করতে হয়। হজের এসব নিয়ম জানার জন্য একাধিক বই পড়তে পারেন। অথবা যাঁরা পড়তে পারেন না, তাঁরা হজে যাঁরা গেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। হজের কোনো বিষয়ে বিভিন্নতা দেখলে ঝগড়া করবেন না। আপনি যেই আলেমের ইলম ও তাকওয়ার ওপর আস্থা রাখেন, তাঁর সমাধান অন্যায়ী আমল করবেন। তবে সে অনুসারে আমল করার জন্য অন্য কাউকে বাধ্য করবেন না। আর হজে যাওয়ার জন্য পরিচিত অথবা এলাকার দলনেতার (গ্রগ্র লিডার) সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

প্রয়োজনীয় মালপত্র

হজের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করা দরকার। যেমন: ১. বিমানের টিকিট, ডলার/রিয়াল কেনা; ২. পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট,

টাকা রাখার জন্য গলায় ঝোলানো ছেট ব্যাগ; ৩. পুরুষের জন্য ইহরামের কাপড় কমপক্ষে দুই সেট (প্রতি সেটে শরীরের নিচের অংশে পরার জন্য আড়াই হাত বহরের আড়াই গজের এক টুকরা কাপড় আর গায়ের চাদরের জন্য একই বহরের তিন গজের এক টুকরা কাপড়। ইহরামের কাপড় হবে সাদা। সুতি হলে ভালো হয় আর নারীদের জন্য সেলাইযুক্ত স্বাতাবিক পোশাকই ইহরামের কাপড়); ৪. নরম ফিতাওয়ালা স্যাল্ডেল; ৫. ইহরাম পরার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হলে কটিবন্ধনী (বেল্ট); ৬. গামছা, তোয়ালে; ৭. লুঙ্গি, শেঁজি, পায়জামা, পাঞ্জাবি (আপনি যে পোশাক পরবেন); ৮. সাবান, পেষ্ট, ব্রাশ, মিসওয়াক; ৯. নখ কাটার যন্ত্র, সুই-সুতা; ১০. থালা, বাটি, ফ্লাস, ১১. হজের বই, কোরআন শরিফ, ধর্মীয় পুস্তক; ১২. কাগজ-কলম; ১৩. শীতের কাপড় (মদিনায় ঠাভা পড়ে); ১৪. চশমা ব্যবহার করলে অতিরিক্ত একটি চশমা (ভিড় বা অন্য কোনো কারণে ভেঙে গেলে ব্যবহারের জন্য); ১৫. বাংলাদেশ টাকা (দেশে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফেরার জন্য); ১৬. নারীদের জন্য বোরকা; ১৭. যত দিন বিদেশে থাকবেন, সেই অনুযায়ী নিবন্ধিত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ ওযুধ নেবেন; ১৮. মোবাইল সেট (সৌদি আরবের সিম কিনে নিতে হবে); ১৯. মালপত্র নেওয়ার জন্য ব্যাগ অথবা স্যুটকেস (তালা-চাবিসহ) নিতে হবে। ব্যাগের ওপর ইংরেজিতে নিজের নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর লিখতে হবে। এর বাইরে আরও কিছু প্রয়োজনীয় মনে হলে তা নিয়ম মেনে সঙ্গে নিতে হবে।

হজ করতে যাচ্ছেন—যাত্রার শুরুতে নিজেকে এমনভাবে মানসিকভাবে তৈরি করে নিন, যেন দেহ-মনে কোনো কষ্ট না থাকে।

ইসলামের পঞ্চস্তৰের মধ্যে হজ হলো দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত এবং শ্রমসাধ্য ব্যাপার। মালপত্র হালকা রাখুন, কারণ নিজের মালপত্র নিজেকেই বহন করতে হবে। সঙ্গীদের সম্মান করুন, তাঁদের ইচ্ছা-অনিষ্টকৃত ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। দলের (গ্রুপের) দুর্বল বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। সৌদি আরবে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হারাম শরিফে জামাতে আদায়ের চেষ্টা করবেন। যাত্রার শুরুতে ভালো সফরসঙ্গী খুঁজে নেবেন, যাতে নামাজ পড়তে ও চলাফেরায় একে অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। আপনি হজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যাচ্ছেন; সেখানকার মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে, রাস্তাঘাট অচেনা। হজযাত্রীদের সেবা করার জন্য সৌদি আরব ও বাংলাদেশ সরকার নানা রকম ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

ঢাকার হজ ক্যাম্প

- বিমানে যাত্রার আগে হজ ক্যাম্পে যত দিন অবস্থান করবেন, নিজের শরীর ও মালপত্রের প্রতি খেয়াল রাখবেন।
- কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন নেওয়া বাকি থাকলে অবশ্যই তা নিয়ে নিন।
- বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে নিন।

ইহরাম

আপনার গন্তব্য ঢাকা থেকে মকায় নাকি মদিনায়, তা এজেপ্সির কাছ থেকে জেনে নিন। যদি মদিনায় হয়, তাহলে এখন ইহরাম করান নয়। যখন মদিনা থেকে মকায় যাবেন, তখন ইহরাম করতে হবে। বেশির ভাগ হজযাত্রী আগে মকায় যান। যদি মকায় যেতে হয়, তাহলে ঢাকা

থেকে বিমানে ওঠার আগে ইহরামের নিয়ত করা ভালো (কারণ, জেদায় পৌছানোর আগে ‘মিকাত’ বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান পার হয়ে যেতে হয়)। বিনা ইহরামে মিকাত পার হলে এর জন্য দম বা কাফফারা দিতে হবে। তদুপরি গুনাহ হবে। যদিও বিমানে ইহরামের নিয়ত করার কথা বলা হয়, কিন্তু ওই সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকেন। তা ছাড়া বিমানে পোশাক পরিবর্তন করাটা দৃষ্টিকূট।

ইহরাম গ্রহণের পর সাংসারিক কাজকর্ম নিষেধ। যেমন : সহবাস করা যাবে না, পুরুষদের সেলাই করা কোনো জামা, পায়জামা ইত্যাদি পরা বৈধ নয়। কথা ও কাজে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। নখ, চুল, দাঢ়ি-গৌঁফ ও শরীরের পশমও কাটা বা ছেঁড়া যাবে না। কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। কোনো কিছু শিকার করা যাবে না।

হজ বা ওমরাহ পালনকারী ব্যক্তির জন্য বিনা ইহরামে যে স্থান অতিক্রম করা জয়েজ নয়, তা-ই হলো মিকাত। বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরের সম্মানার্থে প্রত্যেককে নিজ নিজ মিকাত থেকে ইহরাম করতে হয়। ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম নিষিদ্ধ। (মিকাত পাঁচটি : ১. জুল হৃলয়ফা বা দীরে আলী : মদিনাবাসীর মক্কায় প্রবেশের মিকাত। ২. ইয়ালামলাম : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থেকে জেদা হয়ে মক্কায় প্রবেশের মিকাত। ৩. আল-জুহফা : সিরিয়া, মিসর এবং সৌদি থেকে আগত ব্যক্তিদের জন্য মিকাত। ৪. কারনুল মানাজিল বা আসসায়েল আল-কাবির : নাজদ থেকে আগত ব্যক্তিদের জন্য মিকাত এবং ৫. জাতু ইরাক : ইরাক থেকে আগত ব্যক্তিদের জন্য মিকাত।)

ব্যাগের নিয়মকানুন

- বিমানে উভয়নকালে হাতব্যাগে ছুরি, কাঁচি, দড়ি নেওয়া যাবে না।
- হজযাত্রীর লাগেজে নিজের নাম, পাসপোর্ট নম্বর, হজ এজেন্সির নাম-ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা প্রয়োজন।

ঢাকা বিমানবন্দর

- উভয়নের সময় অনুযায়ী বিমানবন্দরে পৌছান।
- আপনার ব্যাগ বা সুটকেসে কোনো পচনশীল খাবার রাখবেন না। বিমানের লাগেজে যে মালপত্র দেবেন, তা ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কি না, দেখে নেবেন। বিমানের কাউটারে মাল রাখার পর টোকেন দিলে তা যত্ন করে রাখবেন। কারণ, জেদা বিমানবন্দরে ওই টোকেন দেখালে নির্দিষ্ট ব্যাগটি ফেরত পেয়ে যাবেন। ইমিগ্রেশনে চেকিংয়ের পর নিজ মালপত্র যত্নে রাখুন।
- বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বিমানের টিকিট, টিকা দেওয়ার সনদ, অন্য কাগজপত্র, টাকা (রিয়াল), বিমানে পড়ার জন্য ধর্মীয় বই ইত্যাদি গলায় বোলানোর ব্যাগে যত্ন করে রাখুন।

জেদা বিমানবন্দর

বিমান থেকে নামার পর দেখবেন, একটি হলঘরে বসার ব্যবস্থা করা আছে। এই হলঘরের পাশেই ইমিগ্রেশন কাউন্টার। সৌদি আরবে বিমানবন্দরে নামার পর থেকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে হাজিদের মক্কা-মদিনায় পৌছানো, মক্কা-মদিনায় আবাসন, মিনা, মুজদালিফা, আরাফাতে থাকা-থাওয়া, যাতায়াতসহ সবকিছুর ব্যবস্থা যাঁরা

করেন, তাঁদের বলা হয় মোয়াল্লেম। প্রত্যেক মোয়াল্লেমের নির্দিষ্ট নম্বর আছে। মোয়াল্লেমের কাউন্টার থেকে মিলিয়ে নেবেন তাঁর অধীন কোন কোন হজি সৌদি আরবে এসে পৌছেছেন। লাল-সবুজ পতাকা অনুসরণ করে ‘বাংলাদেশ প্লাজায়’ পৌছাবেন। হজ টার্মিনাল হজযাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। হজ টার্মিনালের চারদিক খোলা। ঐতিহ্যবাহী তাঁবুর নকশায় করা ছাদ। হজ টার্মিনালের স্থপতি কিন্ত বাংলাদেশি। নাম ফজলুর রহমান খান, যিনি এফ আর খান নামে পরিচিত।

হজ টার্মিনাল

হজ টার্মিনালের ‘বাংলাদেশ প্লাজায়’ গিয়ে অপেক্ষা করুন। অপেক্ষা দীর্ঘ হতে পারে, দৈর্ঘ্য হারাবেন না। সেখানে অজু ও নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। বসার জন্য চেয়ারও রয়েছে। প্রতি ৪৫ জনের জন্য একটি বাসের ব্যবস্থা। মোয়াল্লেমের গাড়ি আপনাকে জেদা থেকে মকায় যে বাড়িতে থাকবেন, সেখানে নামিয়ে দেবে। মোয়াল্লেমের নম্বর লেখা (আরবিতে) কবজি বেল্ট দেওয়া হবে আপনাকে, তা হাতে পরে নেবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র (যাতে পিলগ্রিম নম্বর, নাম, হজ এজেন্সির নাম ইত্যাদি থাকবে) গলায় ঝোলাবেন। জেদা থেকে মকায় পৌছাতে দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। চলার পথে তালবিয়া গড়ুন ‘লাববাইক আল্লাহম্বা’ লাববাইক, লাববাইক লা শারিকা লাকা লাববাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিমাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারিকা লাক’।

মকায় পৌছানোর পর

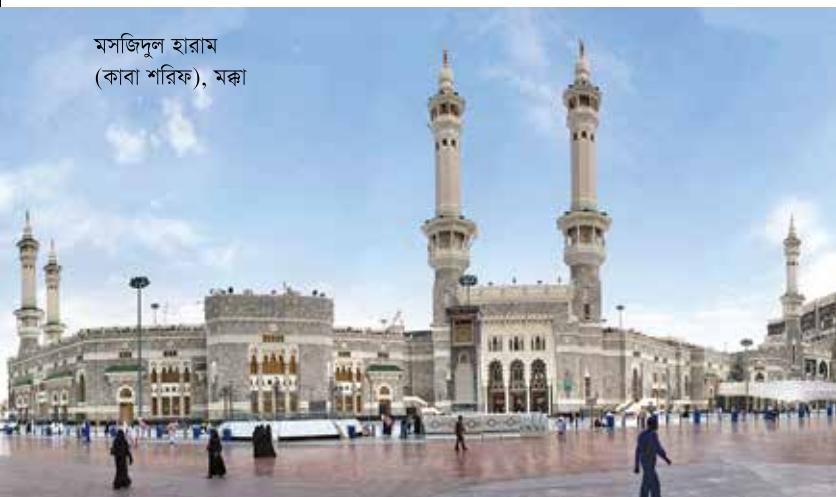
■ মকায় পৌছে আপনার থাকার জাহাগায় মালপত্র রেখে ক্লান্ত

থাকলে বিশ্রাম করুন। আর যদি নামাজের ওয়াক্ত হয়, নামাজ আদায় করুন। বিশ্রাম শেষে দলবদ্ধ হয়ে ওমরাহর নিয়ত করে থাকলে ওমরাহ পালন করুন।

মসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ)

- কাবা শরিফে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ ও দরগ্দ শরিফ পড়ার পর ‘আল্লাহম্বাফতাহলি আব্বওয়াবা রহমাতিকা’ পড়বেন।
- মসজিদুল হারামে কোনো নারীর পাশে অথবা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা উচিত নয়।
- দরজার সামনে নামাজ পড়া ঠিক নয়, এতে চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
- মসজিদুল হারামে (কাবা শরিফ) অনেক প্রবেশপথ আছে। সব কটি দেখতে একই রকম। কিন্ত প্রতিটি প্রবেশপথে আরবি ও ইংরেজিতে ১, ২, ৩ নম্বর ও প্রবেশপথের নাম আছে, যেমন

মসজিদুল হারাম
(কাবা শরিফ), মকা



- ‘কিং আবদুল আজিজ ১ নম্বর গেট’। আপনি আগে থেকে ঠিক করবেন, কোন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকবেন বা বের হবেন। সফরসঙ্গীকেও স্থান চিনিয়ে দিন। তিনি যদি হারিয়ে যান, তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরের গেটের সামনে থাকবেন। এতে ভেতরে ভিড়ে হারিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট স্থানে এসে সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন।
- কাবা শরিফে জুতা-স্যান্ডেল রাখার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন, নির্দিষ্ট স্থানে জুতা রাখার জায়গায় রাখুন। যেখানে-সেখানে জুতা রাখলে পরে খুঁজে পাওয়া কঠিন। চাইলে জুতা বহন করার ব্যাগ সঙ্গে রাখতে পারেন।
 - কাবাঘরের চারটি কোণের আলাদা নাম আছে: রূকনে হাজরে আসওয়াদ, রূকনে ইরাকি, রূকনে শামি ও রূকনে ইয়ামেনি। হাজরে আসওয়াদ বরাবর কোণ থেকে শুরু হয়ে কাবাঘরের পর্যবর্তী কোণ রূকনে ইরাকি। তারপর যথাক্রমে রূকনে শামি (এই দুই কোণের মাঝামাঝি স্থান মিজাবে রহমত ও হাতিম) ও রূকনে ইয়ামেনি। এটা ঘূরে আবার হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলে তাওয়াফের এক চক্রে পূর্ণ হয়। এভাবে একে একে সাত চক্র দিতে হয়।
 - ওমরাহর নিয়মকানুন আগে জেনে নেবেন। এসব কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে হবে, যেমন: তাওয়াফ করা, নামাজ আদায় করা, জমজমের পানি পান করা, সাঁজ করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো), মাথা ন্যাড়া অথবা চুল ছোট করা।
- ওমরাহ:** হিল (হারামের সীমানার বাইরে মিকাতের ভেতরের স্থান) থেকে অথবা মিকাত থেকে ইহরামের নিয়ত করে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ

করা, সাফা-মারওয়া সাঁজ করা এবং মাথার চুল ফেলে দেওয়া বা ছেট করাকে ‘ওমরাহ’ বলে। হজ তিন প্রকার: তামাতু, কিরান ও ইফরাদ।
হজে তামাতু: হজের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ) এক ইহরামে ওমরাহ শেষ করে আলাদা ইহরামে হজ পালন করাকে বলে হজে তামাতু।
হজে কিরান: হজের মাসসমূহে একই সঙ্গে হজ ও ওমরাহ পালনের নিয়তে ইহরাম করে ওমরাহ ও হজ করাকে ‘হজে কিরান’ বলে।
হজে ইফরাদ: শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরামের নিয়ত করে হজ করাকে ‘হজে ইফরাদ’ বলে।

তামাতু হজের নিয়ম

১. ওমরাহর ইহরাম (ফরজ)

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সেরে অজু-গোসল করে নিতে হবে।
- মিকাত অতিক্রমের আগেই সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, অন্যটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিন।
- শুধু ওমরাহর নিয়ত করে এক বা তিনবার তালবিয়া পড়ে নিন।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
 إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

লাববাইক আল্লাহভ্যাস লাববাইক, লাববাইকা লা শারিকা লাকা
 লাববাইক, ইমাল হাম্দা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক,
 লা শারিকা লাক।



২. ওমরাহর তাওয়াফ (ফরজ)

- ইজতিবাসহ তাওয়াফ করণ। মনে রাখবেন, তাওয়াফের সময় অঙ্গ থাকা জরুরি। ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে এনে বাঁ কাঁধের ওপর রাখাকে 'ইজতিবা' বলে।
- হাজরে আসওয়াদ সামনে রেখে তার বরাবর ডান পাশে দাঁড়ন (ডান পাশে তাকালে সবুজ বাতিও দেখতে পাবেন)। এরপর দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করণ। তারপর ডানে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়াবেন, যেন হাজরে আসওয়াদ পুরোপুরি আপনার সামনে

থাকে। এরপর হাত তুলে বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার বলুন। হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে ডান দিকে চলতে থাকুন, যাতে পবিত্র কাবাঘর পূর্ণ বাঁয়ে থাকে। পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্রে 'রমল' করা সুন্মত। 'রমল' অর্থ বীরের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম রেখে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা।

- রুকনে ইয়ামেনিকে সম্ভব হলে শুধু হাতে স্পর্শ করণ। চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- রুকনে ইয়ামেনি থেকে হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে 'রববানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ, ওয়াকিনা আয়াবানার। ওয়া আদখিলনাল জানাতা মাআল আবরার, ইয়া আযিয় ইয়া গাফফার, ইয়া রববাল আলামিন' বলুন। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে প্রথম চক্র পুরো করণ।
- পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে দ্বিতীয় চক্র শুরু করণ। এভাবে সাত চক্রে তাওয়াফ শেষ করণ।
- হাতে সাত দানার তসবি অথবা গণনাযন্ত্র রাখতে পারেন। তাহলে সাত চক্র ভুল হবে না।
- এ সময় যেই দোয়া, সুরা, আয়াত মনে আসে তা দিয়ে দোয়া করবেন। কারণ এটা দোয়া কবুলের সময়।

৩. তাওয়াফের দুই রাকাত নামাজ (ওয়াজিব)

মাকামে ইবরাহিমের পেছনে বা মসজিদুল হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের নিয়তে (মাকরহ সময় ছাড়া) দুই রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করণ। এটা দোয়া কবুলের সময়। এরপর জমজমের পানি পান করণ।



৮. ওমরাহর সাঁজি (ওয়াজিব)

সাফা পাহাড়ের কিছুটা ওপরে উঠে (এখন আর পাহাড় নেই, মেবেতে মার্বেল পাথর, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত) কাবা শরিফের দিকে মুখ করে সাঁজয়ের নিয়ত করে, হাত তুলে তিনবার তাকবির বলে দোয়া করুন [এটা সেই জায়গা, যেখানে হজরত হাজেরা (রা.) পানির জন্য দৌড়েছিলেন]। তারপর মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে দুই সবুজ দাগের মধ্যে একটু দ্রুত পথ চলে মারওয়ায় পৌছালে এক দৌড় পূর্ণ হলো। মারওয়া পাহাড়ে উঠে কাবা শরিফের দিকে মুখ করে হাত তুলে তাকবির পড়ুন এবং আগের মতো চলে সেখান থেকে সাফায় পৌছালে ঘিতীয় দৌড় পূর্ণ হলো, এভাবে সপ্তম দৌড়ে মারওয়ায় গিয়ে সাঁজি শেষ করুন। প্রতি দৌড়ে সাফা ও মারওয়াতে হাত তুলে দোয়া করুন।

৫. হলক করা (ওয়াজিব)

পুরুষেরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা ন্যাড়া করবেন। তবে মাথার চুল ছাঁটতেও পারেন। নারীদের জন্য চুলের অগ্রভাগ থেকে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটতে হবে।

এ পর্যন্ত ওমরাহর কাজ শেষ হলো

হজের ইহরামের নিয়ত না করা পর্যন্ত ইহরামের আগের মতো সব কাজ করতে পারবেন।

তাওয়াফ ও সাঁজি করার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়

- তাওয়াফের সময় অজু থাকা জরুরি। তবে সাঁজি (সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার যাওয়া-আসা করা) করার সময় অজু না থাকলেও সাঁজি সম্পন্ন হয়ে যাবে।
- হাজের আসওয়াদে চুমু দেওয়া সুন্নত। তা আদায় করতে গিয়ে লোকজনকে ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বড় গুনাহ। তাই তাওয়াফকালে বেশি ভিড় দেখলে ইশারায় করবেন। ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।
- তাওয়াফ শেষে সাফা-মারওয়ায় গিয়ে সাঁজি করুন। সাঁজি সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হয়। সাফা থেকে মারওয়া প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৌড় (মারওয়াতে ১, ৩, ৫, ৭ নম্বর দৌড়)।

৬. হজের ইহরাম (ফরজ)

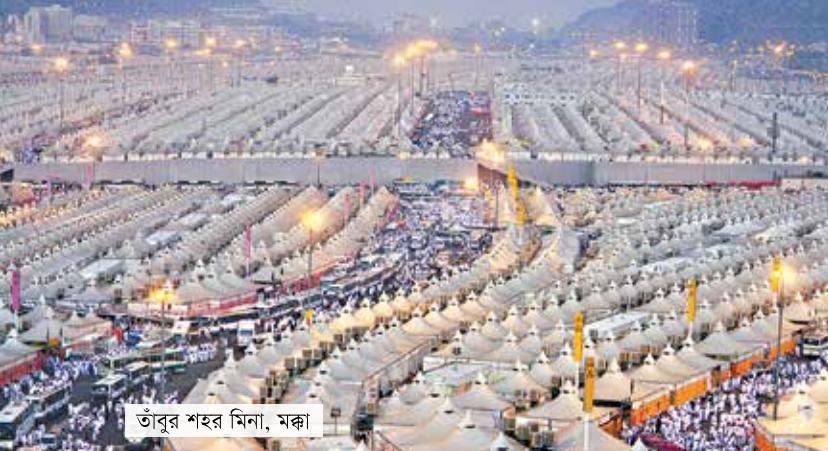
হারাম শরিফ বা বাসা থেকে সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, অন্যটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিন। শুধু হজের নিয়তে তালবিয়া পড়ুন।

৭. মিনায় অবস্থান (সুন্নত)

৮ জিলহজ জোহর থেকে ৯ জিলহজ ফজরসহ মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় আদায় করুন এবং এ সময়ে মিনায় তাঁবুতে অবস্থান করুন।

৮. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান (ফরজ)

হজের অন্যতম ফরজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান। ৯ জিলহজ



ত্বর শহর মিনা, মক্কা

সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন। মসজিদে নামিরায় জোহর ও আসর উভয় নামাজ জামাতে পড়লে একসঙ্গে আদায় করুন।

- আর মসজিদে নামিরা যদি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকে, তাহলে সেখানেই অবস্থান করবেন। নিজ ত্বরতে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করুন। হজের কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে ঝগড়া করবেন না। আপনি যেই আলেমের ইল্ম ও তাকওয়ার ওপর আস্থা রাখেন, তাঁর সমাধান অনুযায়ী আমল করবেন।
- মাগরিবের নামাজ না পড়ে মুজদালিফার দিকে রওনা হোন।

৯. মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)

- আরাফায় সূর্যাস্তের পর মুজদালিফায় গিয়ে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা এক আজান এবং দুই ইকামতে একসঙ্গে আদায় করুন।

এখানেই রাত যাপন করুন (এটি সুন্মত)। ১০ জিলহজ ফজরের পর সূর্যোদয়ের আগে কিছু সময় মুজদালিফায় অবশ্যই অবস্থান করুন (এটি ওয়াজিব)। তবে শারীরিকভাবে দুর্বল (অপারগ) ও নারীদের বেলায় এটা অপরিহার্য নয়।

- রাতে ছোট ছোট ছোলার দানার মতো ৭০টি কক্ষ সংগ্রহ করুন। মুজদালিফায় কক্ষ রখ সহজেই পেয়ে যাবেন।

১০. কক্ষের মারা (প্রথম দিন)

১০ জিলহজ ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধু বড় জামারাকে (বড় শয়তান) সাতটি কক্ষের নিষ্কেপ করুন (ওয়াজিব)। ওই সময়ে এটি করা সম্ভব না হলে রাতেও কক্ষের নিষ্কেপ করা যাবে। দুর্বল ও নারীদের জন্য রাতেই কক্ষের নিষ্কেপ করা নিরাপদ।

১১. দমে শোকর বা কোরবানি করা (ওয়াজিব)

- ১০ জিলহজ কক্ষের নিষ্কেপের পর নিশ্চিত পন্থায় কোরবানি দিন।
- কোরবানির পরই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণে মাথা ন্যাড়া (হলক) করুন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছোটও করতে পারেন।
- কক্ষের নিষ্কেপ, কোরবানি করা ও চুল কাটার মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরি।

১২. তাওয়াফে জিয়ারত (ফরজ)

১০ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের আগে তাওয়াফে জিয়ারত করতে হবে। তবে নারীরা প্রাকৃতিক কারণে জিয়ারত করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার পরে করবেন।

১৩. সাঁঙ (ওয়াজিব)

তাওয়াফ শেষে সাফা-মারওয়ায় গিয়ে সাঁঙ করুন। সাঁঙ সাফা

থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হয়। সাফা থেকে মারওয়া প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৌড়। এভাবে সাতটি দৌড় সম্পূর্ণ হলে একটি সাঁই পূর্ণ হয় (মনে রাখার জন্য মারওয়াতে ১, ৩, ৫, ৭ নম্বর দৌড় বা চক্রগুলো হবে)।

১৪. কক্ষর নিক্ষেপ (ওয়াজিব)

১১ ও ১২ জিলহজ প্রতিদিন তিনি (ছোট, মধ্যম, বড়) শয়তানকেই কক্ষর নিক্ষেপ (ওয়াজিব) করতে হবে। ১১-১২ জিলহজ দুপুর থেকে কক্ষর নিক্ষেপের সময় শুরু। ভিড় এড়ানোর জন্য আসরের নামাজের পর অথবা সুবিধাজনক সময়ে সাতটি করে কক্ষর নিক্ষেপ করতে হবে—প্রথমে ছোট, মধ্যম, তারপর বড় শয়তানকে। ছোট জামারা থেকে শুরু করে বড় জামারায় শেষ করুন। ওই সময়ে এটি করা সম্ভব না হলে রাতেও কক্ষর নিক্ষেপ করা যাবে।

১৫. মিনায় রাত যাপন (সুন্মত)

- মিনায় অবস্থানরত দিনগুলোতে (১০ ও ১১ জিলহজ) মিনাতেই রাত যাপন করুন।
- আর যদি ১৩ তারিখ 'রমি' (কক্ষর ছুড়ে মারা) শেষ করে ফিরতে চান (সুন্মত), তবে ১২ তারিখ রাত যাপন করুন।

১৬. মিনা ত্যাগ

১২ জিলহজ সন্ধ্যার আগে মিনা ত্যাগ করুন। সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করা উত্তম। না পারলে ১৩ তারিখও কক্ষর নিক্ষেপ করতে হবে।

১৭. বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)

- মিকাতের বাহিরে, যেমন বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হজযাতীদের

হজ শেষে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হয় (ওয়াজিব)। তবে হজ শেষে নফল তাওয়াফই বিদায়ী তাওয়াফে পরিণত হয়ে যায়।

- নারীরা প্রাকৃতিক বা মাসিকের কারণে বিদায়ী তাওয়াফ করতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই। এ জন্য দম/কাফকারাও দিতে হয় না।

ক্রিয়ান হজ

- ইহরামের নিয়ত করা (ফরজ) জেদ্দায় পৌছানোর আগে একই নিয়মে ইহরাম করার কাজ সমাপ্ত করুন। তবে তালবিয়ার আগেই হজ ও ওমরাহ উভয়ের নিয়ত একসঙ্গে করুন।
- ওমরাহর তাওয়াফ নিয়ম মোতাবেক আদায় করুন (ফরজ)।
- ওমরাহর সাঁই করুন। যদি এ সময় সাঁই করতে না পারেন, তাওয়াফে জিয়ারতের পরে করুন (ওয়াজিব)।
- তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্মত)।
- এরপর সাঁই করুন, তবে সাঁই শেষে চুল ছাঁটবেন না। বরং ইহরামের সব বিধিবিধান মেনে চলুন (ওয়াজিব)। এরপর হজের সব আমল তামাতু হজের মতো।
- জিলহজের ৮ তারিখ জেহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় পড়ুন। এ সময় মিনায় অবস্থান করুন (সুন্মত)।
- ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।
- ৯ জিলহজ সূর্যাস্তের পর থেকে মুজদালিফায় অবস্থান এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একসঙ্গে এশার সময়ে আদায় করুন (সুন্মত)। তবে ১০ জিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান করুন (ওয়াজিব)।

৯. ১০ জিলহজ বড় শয়তানকে কঙ্কর নিষ্কেপ করুন (ওয়াজিব)।
১০. কোরবানি করুন (ওয়াজিব)।
১১. মাথার চুল মুণ্ডন করে নিন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন।
১২. যদি তাওয়াফে কুদুমের পরে না করে থাকেন, তবে তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরজ) এবং সাঁচ করে নিন।
১৩. ১১ ও ১২ জিলহজ প্রতিদিন তিন (ছোট, মধ্যম, বড়) শয়তানকেই কঙ্কর নিষ্কেপ করুন (ওয়াজিব)।
১৪. মিনায় থাকাকালীন মিনাতেই রাত যাপন করুন (সুন্নত)।
১৫. মিকাতের বাইরে থেকে আগত হাজিরা বিদায়ী তাওয়াফ করুন (ওয়াজিব)।

ইফরাদ হজ

১. শুধু হজের নিয়তে (আগে বর্ণিত) ইহরাম করুন (ফরজ)।
২. মক্কা শরিফে পৌছে তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নত)।
৩. সাঁচ করুন (ওয়াজিব)। এ সময়ে সন্ধৰ না হলে তাওয়াফে জিয়ারতের পরে সাঁচ করুন।
৪. জিলহজের ৮ তারিখ জোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রাত যাপন করুন (সুন্নত)।
৫. ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।
৬. রাতে মুজদালিফায় অবস্থান ও ১০ জিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান ওয়াজিব।
৭. ১০ জিলহজ বড় জামারাকে সাতটি কঙ্কর নিষ্কেপ করুন (ওয়াজিব)।

৮. যেহেতু ইফরাদ হজে কোরবানি ওয়াজিব নয়, তাই কঙ্কর নিষ্কেপের পর মাথা ন্যাড়া (হলক) করে নিন। তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন (ওয়াজিব)।
৯. তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরজ) এবং যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঁচ না করে থাকেন, তাহলে সাঁচ করে নিন (ওয়াজিব)।
১০. ১১ ও ১২ জিলহজ প্রতিদিন তিন (ছোট, মধ্যম, বড়) শয়তানকেই কঙ্কর নিষ্কেপ করুন (ওয়াজিব)।
১১. তাওয়াফে বিদা আদায় করুন।
১২. বদলি হজকারীরা সাধারণত ইফরাদ হজ করেন। তবে প্রেরণকারী অনুমতি দিলে তামাতু বা কিরান হজও করতে পারেন।

অন্যান্য পরামর্শ

- দেশে থাকাকালীন আপনার প্যাকেজের সুবিধাদি যেমন মক্কা, মদিনায় থাকা, খাওয়া, কোরবানিসহ অন্য সুবিধার কথা হজ এজেন্সির কাছ থেকে লিখিতসহ খুব ভালোভাবে বুঝে নিন। সৌদি আরবে গিয়ে তা মিলিয়ে নিতে পারবেন।
- কোরবানি বা দম দেওয়ার জন্য ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের কুপন (আইডিবি) সৌদি সরকারের স্থীর্কৃত ব্যবস্থা। মসজিদের পাশের বুথ থেকে ৫০০ রিয়ালে কুপন কেনা যাবে। এতে সময় বাঁচে ও নিরাপদ। হজের অন্যান্য কাজ সহজে সারতে পারবেন। এর বাইরে দেওয়া হলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- সৌদি আরবে অবস্থানকালে ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। সিগন্যাল পড়লে রাস্তা পার হতে হবে। রাস্তা পার হওয়ার সময় অবশ্যই ডামে-বাঁয়ে দেখেশুনে সাবধানে পার হতে হবে। কখনো দৌড়ে

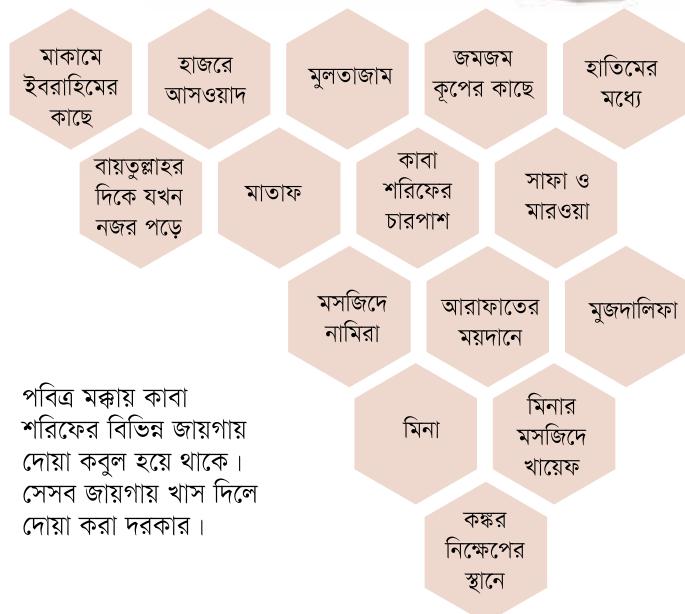
রাস্তা পারাপার হবেন না।

- কাবা শরিফ ও মসজিদে নববির ভেতরে কিছু দূর পরপর জমজম পানির (স্বাভাবিক ও ঠাণ্ডা) ব্যবহাৰ রয়েছে। প্রাণভৱে জমজম পানি পান কৰুন।
- কোনো ধৰনের অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনায় পড়লে বাংলাদেশ হজ অফিসের মেডিকেল সদস্যের (চিকিৎসক) সঙ্গে যোগাযোগ কৰুন।
- হজযাত্রীদের তথ্য, হারানো হজযাত্রীদের খুঁজে পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ হজ অফিসের আইটি হেল্প ডেক্স সাহায্য কৰে।
- তাওয়াফ, সাউ কৰার সময় অত্যন্ত কথা বলা বা ছবি তোলা থেকে বিরত থাকুন। টাকাপয়সা নিরাপদে রাখুন।
- মাহরাম (যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা কৰা জায়েজ। যেমন স্বামী, বাবা, আপন ভাই, ছেলে ইত্যাদি) ছাড়া নারী হজযাত্রী এককভাবে হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হন না।
- মকায় বাসার দূরত্ব নির্ধারিত হয় কাবা শরিফ থেকে। আর মদিনায় মসজিদে নববি থেকে। বাসস্থান কত দূর, তার ওপর নির্ভর কৰে হজের ব্যয়ের টাকা। অর্থাৎ, কাবা শরিফ থেকে বাসার দূরত্ব কম হলে খরচ বেড়ে যাবে। যত বেশি দূরত্ব হবে, খরচও তত কম হবে।
- হজের সময় হজযাত্রীদের যেন কোনো রকম কষ্ট না হয়, আপনার হজ এজেন্সি আপনাকে যথাযথ সুবিধাদি (দেশ থেকে আপনাকে থাকা, খাওয়াসহ অন্য যেসব সুবিধার কথা বলেছিল) না দিলে আপনি মক্কা ও মদিনার বাংলাদেশ হজ অফিসকে জানাতে পারেন।

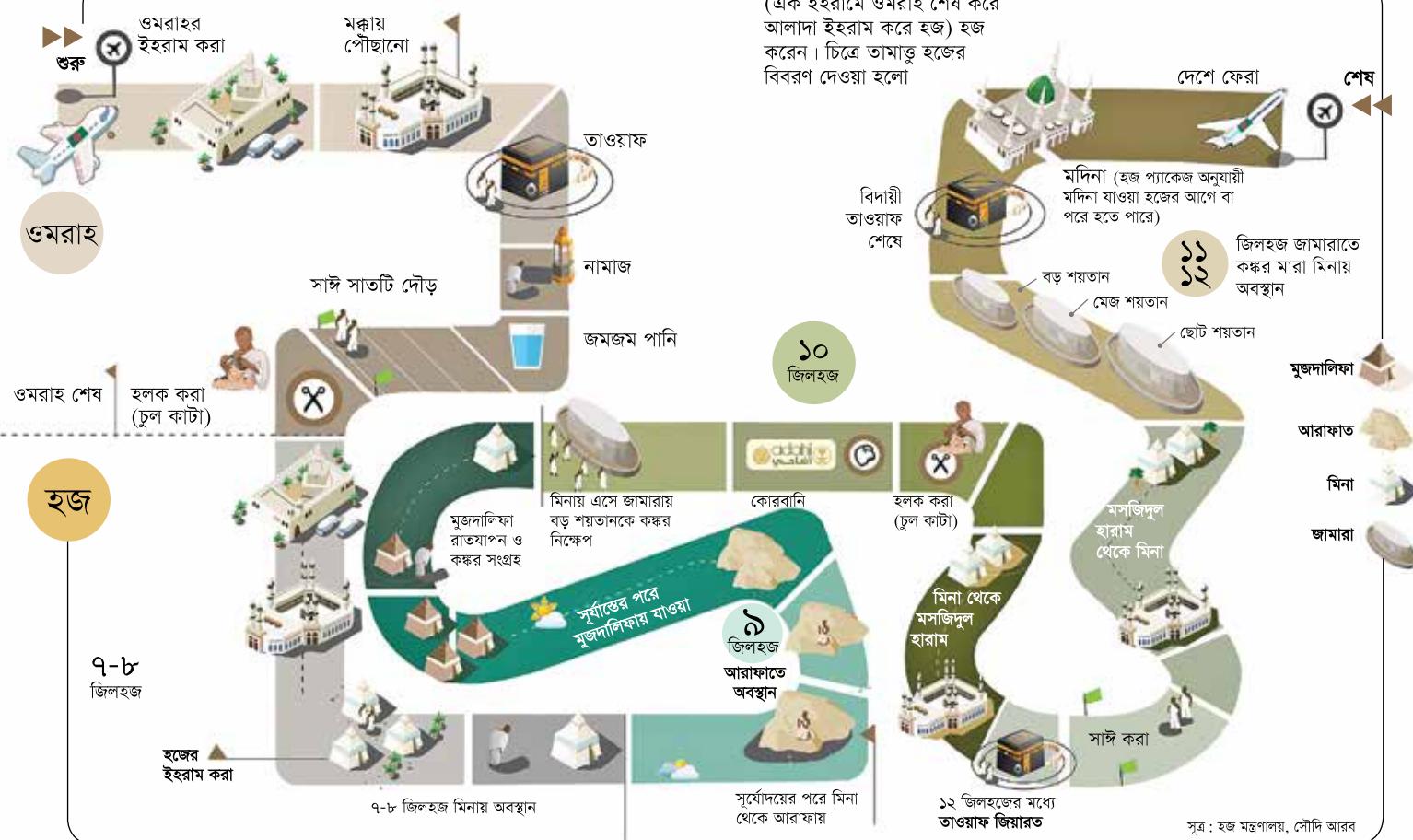
দোয়া কৃত্তুলের জায়গা



কাবা শরিফ



একনজরে হজের কার্যক্রম



- এতেও আপনি সম্পর্ক না থাকলে সৌন্দির ওয়াজারাতুল হজ (হজ মন্ত্রণালয়) বরাবর লিখিত অভিযোগ করতে পারেন।
- মদিনা থেকে মকায় এলে ইহরামের কাপড় সঙ্গে নেবেন।
 - মক্কা-মদিনায় প্রচুর বাংলাদেশি হোটেল আছে। মক্কার হোটেলগুলোর নাম ঢাকা, এশিয়া, চট্টগ্রাম, জমজম ইত্যাদি। এসব হোটেলে ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, ডালসহ সব ধরনের খাবার কিনলে বাড়িতে বসে অনায়াসে দুজন থেতে পারবেন।
 - মক্কা-মদিনায় অনেক বাংলাদেশি কাজ করেন, তাই ভাষাগত কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কেনাকাটার সময় দরদাম করে কিনবেন।
 - মকায় ঐতিহাসিক স্থান হেরো গুহা, সাওর পর্বত, জান্নাতুল মুআল্লা (কবরস্থান), মসজিদে জিন, মক্কা জানুর, গিলাফ তৈরির কারখানা, লাইন্রেরি, মিনায় আল-খায়েফ মসজিদ, আরাফাতের ময়দান, নামিরা মসজিদ মুজদালিফা, জামারা (শ্যায়তানের উদ্দেশে পাথর ছোড়ার স্থান) ঘুরে আসতে পারেন।
 - মদিনায় মসজিদে নববি, রিয়াজুল জান্নাহ, জান্নাতুল বাকি (কবরস্থান), ওহুদ পাহাড়, খন্দক, মসজিদে কুবা, মসজিদে কিবলাতাসিন, মসজিদে জুমআ, মসজিদে গামামাহ, মদিনা বিশ্বিদ্যালয়, বাদশাহ ফাহাদ কোরআন শরিফ প্রিন্টিং কমপ্লেক্স ঘুরে আসতে পারেন।
 - দেশে ফেরার সময় যদি মক্কা বা মদিনায় সিটি চেকিং হয়। মালামাল বিমানের নির্দিষ্ট কাউন্টারে জমা দিয়ে বাংলাদেশে গ্রহণ করবেন।

কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানের পরিচয়

মাতাফ : কাবাঘরের চারদিকে তাওয়াফের স্থানকে ‘মাতাফ’ বলা হয়।



হাজরে আসওয়াদ

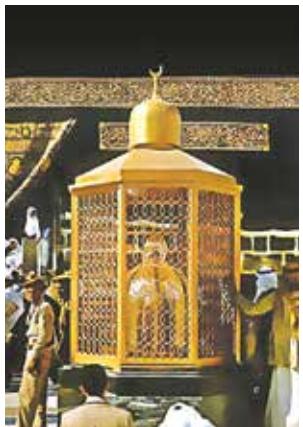
পাথর : হাজরে আসওয়াদ কাবা শরিফের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাতাফ (তাওয়াফের জায়গা) থেকে দেড় মিটার ওপরে লাগানো। হাজরে আসওয়াদ তাওয়াফ (কাবা

শরিফ সাতবার চক্রের দেওয়া) শুরুর স্থান। প্রতিবার চক্রের দেওয়ার সময় এই হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে হয়। ভিড়ের কারণে না পারলে চুমুর ইশারা করলেও চলে। এটিও নিয়ম। ক্রেমের মধ্যে মুখ চুকিয়ে পাথরে চুমু দিতে হয়। মুখ না ঢোকালে চুমু দেওয়া সম্ভব নয়। আর মুখ ঢোকাতে গিয়ে সৃষ্টি হয় প্রচঙ্গ ভিড়। হাজরে আসওয়াদের পাশে সৌন্দি পুলিশ দাঁড়ানো থাকে ২৪ ঘণ্টা। মাথা ঢোকাতে বা চুমু দিতে গিয়ে কেউ যেন কষ্ট না পান, তা তাঁরা খেয়াল রাখেন। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও চুমু দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন ধরে অপেক্ষা করেন।

মাকামে ইবরাহিম : কাবা শরিফের পাশেই আছে ক্রিস্টালের একটা বাস্তু, চারদিকে লোহার বেষ্টনী। ভেতরে বর্ণাকৃতির একটি পাথর।

এই পাথরটিই মাকামে ইবরাহিম। মাকাম শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে দাঁড়ানোর স্থান। অর্থাৎ, হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর দাঁড়ানোর স্থান। এই পাথরে দাঁড়িয়ে তিনি ঠিক কী কাজ করতেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে তিনি এর ওপর দাঁড়িয়ে কাবা শরিফ নির্মাণ করেছেন—এটি সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর মুজিজার কারণে শক্ত পাথরটি ভিজে তাতে তাঁর পায়ের দাগ বসে যায়। আজও আছে সেই ছাপ। তামা ও আয়নার তৈরি বাস্ত্রে রাখার আগ পর্যন্ত মানুষ পাথরটি হাতে ধরে দেখার সুযোগ পেয়েছে। এখন শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। মানুষের হাতের স্পর্শে ও জমজমের পানি দিয়ে ধোয়ায় পাথরটির ভেতরে কিছুটা ডিম্বাকৃতির

গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। চার হাজার বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মাকামে ইবরাহিমে এখনো পায়ের চিহ্ন অপরিবর্তিত রয়েছে এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা



মাকামে ইবরাহিমের বাইরের দৃশ্য



মাকামে ইবরাহিমের ভেতরের দৃশ্য

বিশ্বাস করেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে। ওপরে প্রতিটি ছাপের দৈর্ঘ্য ২৭ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১৪ সেন্টিমিটার। পাথরের নিচের অংশে রূপাসহ প্রতিটি পায়ের দৈর্ঘ্য ২২ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ১১ সেন্টিমিটার। দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় এক সেন্টিমিটার। পাথরটিতে হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর পায়ের দাগের গভীরতা পাথরটির উচ্চতার অর্ধেক, ৯ সেন্টিমিটার। দীর্ঘদিন ধরে কোটি কোটি মানুষের হাতের স্পর্শে আঙুলের চিহ্নগুলো মুছে গেছে। তবে ভালো করে খেয়াল করলে এখনো আঙুলের ছাপ বোঝা যায়। বোঝা যায় পায়ের গোড়ালির চিহ্ন। মাকামে ইবরাহিমের কাছে বা যেমনে অনেক মুসল্লি নামাজ পড়েন।

কাবার গিলাফ : আরবরা কাবাকে আবৃত করে রাখা কাপড়টিকে বলে কিসওয়া। আর আমরা বলি গিলাফ। হজের কয়েক দিন আগে থেকেই কাবা শরিফের গিলাফের নিচু অংশ ওপরের দিকে তুলে দেওয়া হয়। এতে কাবা শরিফের দেয়ালের বাইরের অংশ দেখা ও ধরা যায়। কাবা শরিফের দরজা ও বাইরের গিলাফ দুইটি মজবুত রেশমি কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। গিলাফের মোট পাঁচটি টুকরা বানানো হয়। চারটি টুকরা চারদিকে এবং পঞ্চম টুকরাটি দরজায় লাগানো হয়। টুকরাগুলো পরস্পর সেলাইযুক্ত।

প্রতিবছর ৯ জিলহজ কাবা শরিফের গায়ে পরানো হয় এই নতুন গিলাফ। সেই দিন হজের দিন। হাজিরা আরাফাত থেকে ফিরে এসে কাবা শরিফের গায়ে নতুন গিলাফ দেখতে পান। নতুন গিলাফ পরানোর সময় পুরোনো গিলাফটি সরিয়ে ফেলা হয়। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন রেশম দিয়ে তৈরি করা হয় কাবার গিলাফ। রেশমকে রং

দিয়ে কালো করা হয়। পরে গিলাফে বিভিন্ন দোয়ার নকশা আঁকা হয়। গিলাফের উচ্চতা ১৪ মিটার।

ওপরের তৃতীয়াংশে ৯৫ সেন্টিমিটার চওড়া বন্ধনীতে কোরআনের আয়াত লেখা। বন্ধনীতে ইসলামি কারংকাজ করা একটি ফ্রেম থাকে। বন্ধনীটি সোনার প্রলেপ দেওয়া রূপার তারের মাধ্যমে এমরয়ডারি করা। এই বন্ধনীটা কাবা শরিফের চারদিকে পরিবেষ্টিত। ৪৭ মিটার লম্বা বন্ধনীটি ১৬টি টুকরায় বিভক্ত। বন্ধনীটির নিচে প্রতি কোনায় সুরা আল-ইখলাস লেখা। নিচে পৃথক পৃথক ফ্রেমে লেখা হয় পবিত্র কোরআনের ৬টি আয়াত। এতে এমরয়ডারি করে ওপরে সোনা ও রূপার চিকন তার লাগানো হয়।

কাবাঘর : কাবাঘর থায় বর্গাকৃতির। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে আনুমানিক ৪৫ ও ৪০ ফুট। কাবা শরিফের দরজা একটি এবং দরজাটি কাবাঘরের পূর্ব দিকে দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

মিজাবে রহমত : বায়তুল্লাহর উত্তর দিকের ছাদে (হাতিমের মাঝ বরাবর) যে নালা বসানো আছে, তাকে ‘মিজাবে রহমত’ বলা হয়। এই নালা দিয়ে ছাদের বৃষ্টির পানি পড়ে।

হাতিম : কাবাঘরের উত্তরে অর্ধবৃত্তাকার উঁচু প্রাচীরে ঘেরা একটি স্থান। এটি কাবাঘরের অংশ। তাওয়াফের সময় এর বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করতে হয়। এখানে নফল নামাজ পড়া উচ্চ।

জমজম কূপ : দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যত অনুপম

নিদর্শন আছে, এর মধ্যে ‘জমজম কূপ’ একটি। জমজম কূপের ইতিহাস কমবেশি সবারই জানা—শিশু হজরত ইসমাইল (আ.)-কে কাবা শরিফের পাশে রেখে মা হজরত হাজেরা (রা.) সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়েছিলেন। আল্লাহর কুদরতে জমজমের পানি বের হতে লাগল। সেই থেকে জমজম কূপে এখনো পানি উঠছে। ক্যেমত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। এই কূপের পানি সর্বাধিক স্বচ্ছ, উৎকৃষ্ট, পবিত্র ও বরকতময়। হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘এই পানি শুধু পানীয় নয়; বরং খাদ্যের অংশ এবং এতে পুষ্টি রয়েছে।’

জারাতুল মুআজ্ঞা : মসজিদুল হারামের পূর্ব দিকে মক্কা শরিফের বিখ্যাত কবরস্থান।

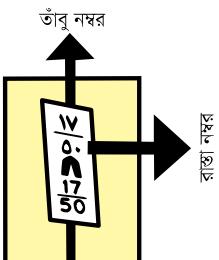
জাবালে রহমত : আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত। এই পাহাড়ে প্রথম নবী হজরত আদম (আ.)-এর দেয়া কবুল হয়। এখানে তিনি বিবি হাওয়া (আ.)-এর সাক্ষাৎ পান। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজের খুতবাও এখান থেকে দিয়েছিলেন।

জাবালে নূর বা গারে হেরো : মক্কার সর্বাধিক উঁচু পাহাড়। এখানে হজরত মুহাম্মদ (সা.) ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এখানে ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় প্রথম ওহি নাজিল হয়।

জাবালে সাওর বা গারে সাওর : মসজিদুল হারামের পশ্চিমে হিজরতের সময় এই পাহাড়ে হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তিন দিন অবস্থান করেছিলেন।

হজের সময় লক্ষ করুন

- হজের ৫ দিন মিনা, আরাফাত, মুজদালিফা, মিনায় অবস্থান করবেন। তাই হাতব্যাগে এক সেট অতিরিক্ত ইহরামের কাপড় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাবেন।
- দিনের বেলায় বাইরে বের হলে ছাতা সঙ্গে নেবেন। মুজদালিফায় রাতে থাকার জন্য ফ্লাস্টিকের পাটি ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে কিছু শুকনা খাবার রাখতে পারেন। মক্কামহ বিভিন্ন জায়গায় ছাতা, পাটি কিনতে পাওয়া যায়।
- মিনায় মোয়াল্লেম নম্বর বা তাঁবুর নম্বর জানা না থাকলে যে কেউ হারিয়ে যেতে পারেন। মোয়াল্লেম অফিস থেকে তাঁবুর নম্বরসহ কার্ড দেওয়া হয়। বাইরে বের হওয়ার সময়ও কার্ডটি সঙ্গে রাখুন। সমস্যা এড়াতে যে তাঁবুতে অবস্থান করবেন, সেই তাঁবু চিহ্নিত করে নিন।
- ধরা যাক মিনার খিমায় লেখা আছে $১৭/৫০$ । ওপরের সংখ্যা তাঁবু নম্বর (১৭), নিচের সংখ্যাটি রাস্তা নম্বর (৫০)। চলাচলের সময় এই বিষয়টি খেয়াল করুন। এ ছাড়া মোয়াল্লেম নম্বর মনে রাখবেন।
- মিনার মিনার রাস্তার নাম ও নম্বর, ম্যাপ থাকলে হারানোর ভয় নেই। মিনার কিছু অবস্থান চিনে নিজের মতো করে আয়তে আনলে এখানে চলাচল করা সহজ হয়। যেমন জামারা (শয়তানকে কক্ষ নিষ্কেপের স্থান), মসজিদে থায়েক,



মিনায় তিনটি ব্রিজ (বাদশাহ খালেদ ব্রিজ ১৫ নম্বর, বাদশাহ আবদুল্লাহ ব্রিজ ২৫ নম্বর, বাদশাহ ফয়সাল ব্রিজ ৩৫ নম্বর), হাঁটার পথ (চিনশেড)। বড় রাস্তাগুলো হলো : বাদশাহ ফয়সাল ৫০ নম্বর রাস্তা, আলজাওহারাত ৫৬ নম্বর রাস্তা, সুকুল আরব ৬২ নম্বর রাস্তা, বাদশাহ ফাহাদ ৬৮ নম্বর রাস্তা। মিনা, মুজদালিফায় ওটি করে রেলস্টেশন।

- মিনায় জামারা থেকে আপনার তাঁবুর অবস্থান, তাঁবু থেকে মসজিদুল হারামে যাওয়া-আসার পথ সম্পর্কে ধারণা নিন। ভিড় এড়াতে কেউ কেউ হেঁটে সুড়ঙ্গপথ (টানেল) দিয়ে মসজিদুল হারামে পৌছান। হাঁটার পথ চিনতে স্থানীয় কোনো বাংলাদেশিকে বললে দেখিয়ে দেবেন বা গুগল ম্যাপের সহায়তা নিতে পারেন।
- গাড়িতে করে মিনার তাঁবু থেকে মসজিদুল হারামে যাওয়া আসার জন্য খালিদ ব্রিজ, আবদুল্লাহ ব্রিজ, ফয়সাল ব্রিজের উপরে বা শেষ প্রান্তে, জামারার কাছে, শিশা বিনদাউদের কাছে বাস/ ট্যাক্সিতে দরদাম করে যেতে পারেন। হারাম থেকে ফেরার সময় মিনার ওটি ব্রিজের যেটি আপনার তাঁবুর সবচেয়ে কাছাকাছি হয়, সেভাবে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে দরদাম করবেন। ভিড়ের কারণে কিছুটা দূরে নামিয়ে দিতে পারে তাঁবুও কম-বেশি হতে পারে।
- অনেকে ট্যাবলেট বা স্মার্টফোন নিয়ে যান। রাস্তাঘাট, অবস্থান ইত্যাদি জানতে হজ ও পিলার্গি অ্যাপসের সহায়তা নিতে পারেন।
- আরাফাতের ময়দানে অনেক প্রতিষ্ঠান বিনা মূল্যে খাবার, জুস, ফল ইত্যাদি দিয়ে থাকে। ওই সব খাবার আনতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়তে হয়। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

- মিনায় চুল কাটার লোক পাওয়া যায়। নিজেরা নিজেদের চুল কাটবেন না, এতে মাথা কেটে যেতে পারে।
- মিনায় কোনো সমস্যা হলে বাংলাদেশ হজ অফিসের তাঁবুতে যোগাযোগ করবেন।

মদিনার প্রাণকেন্দ্র মসজিদে নববি

তিনটি মসজিদ ভ্রমণ করলে ফজিলত পাওয়া যায়। এর প্রথমটি হলো মক্কা মোকাররমা বা কাবা শরিফ (সৌদি আরব), দ্বিতীয়টি মসজিদ আল-আকসা বা বায়তুল মোকাদ্দাস—ইসলামের প্রথম কিবলা মসজিদ (ফিলিস্তিন), তৃতীয়টি মদিনা আল মোনা ওয়ারার মসজিদে নববি। মদিনা নবী (সা.)-এর শহর, একে আরবিতে বলা হয় ‘মদিনাতুন নবী’। আর মদিনার প্রাণকেন্দ্র হলো ‘মসজিদে নববি’।

রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনার বরকতের জন্য দোয়া করেছেন, একে হারাম বা সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। মসজিদে নববিতে নামাজ পড়ায় ফজিলত বেশি।

মসজিদে নববিতে নামাজ আদায় ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে মদিনায় গমন এবং সালাত আদায় করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরিফ জিয়ারত করা ও সালাম পৌছানোর ইচ্ছা থাকে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের। জিয়ারত ও নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে মদিনায় যাওয়া সুন্মত। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, ‘ঘর থেকে অজু করে মসজিদে কুবায় গিয়ে নামাজ পড়লে একটি ওমরাহর সওয়াব পাওয়া যায়।’

মসজিদে নববিতে নাবীদের জন্য নামাজ পড়ার আলাদা জায়গা আছে। ভেতরে কিছুদূর পর পর পবিত্র কোরআন শরিফ রাখা আছে। আর পাশে আছে জমজমের পানি খাওয়ার ব্যবস্থা।

এখানে জিয়ারতের জন্য ইহরাম করতে বা তালিবিয়া পড়তে



মসজিদে নববি

হয় না। তবে মদিনা থেকে যদি মক্কায় আসতে হয়, তাহলে মিকাত আবিয়ারে আলী পার হলে ইহরাম করে আসতে হবে।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক

উস্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত হয় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মসজিদ সম্প্রসারণ করার পর বর্তমানে তাঁর কবর মোবারক মসজিদে নববির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। রাসুলে করিম (সা.)-এর রওজা মোবারকের পাশে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিন্দিক (রা.) ও দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারক (রা.)-এর কবর রয়েছে।



হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক

সালাম পাঠ করুন

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সমান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করে সালাম পেশ করতে হবে। সালাম এভাবে পাঠ করুন—

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা আয়ুহান্নাবী ওয়া রহমাতুল্লাহ
ওয়া বারাকাতুহ

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ
আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ
আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খালাকিল্লাহ

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া সায়িদাল মুরসালিন
আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাতামান নাবীয়িয়ন

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতল্লিল আলামিন
আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফিয়াল মুজনিবিন।

তারপর ডান দিকে সরে গিয়ে হজরত আবু বকর (রা.)-এর রওজার কাছে দাঁড়িয়ে পাঠ করুন: আসসালামু আলাইকা ইয়া খলিফাতা রাসুলুল্লাহি আবু বকর (রা.)। এবার ডান দিকে সরে গিয়ে হজরত ওমর (রা.)-এর রওজা মোবারক বরাবর দাঁড়িয়ে পাঠ করুন: আসসালামু আলাইকা ইয়া আমিরাল মুমিনিন ওমর ফারূক (রা.)।

মসজিদে নববির কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান

রিয়াজুল জামাহ: ভুজরায়ে মোবারক ও মিদ্বার শরিফের পাশের জায়গাটি 'রওজায়ে জামাত' বা 'রিয়াজুল জামাহ' বা 'বেহেশতের বাগান' নামে পরিচিত। স্থানটির বিশেষ ফজিলত রয়েছে। পুরো মসজিদের কার্পেটের রং লাল। তবে রিয়াজুল জামাহর অংশের কার্পেটের রং সাদা। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর তৈরি মসজিদে খেজুরগাছের খুঁটিগুলোর স্থলে উসমানি সুলতান আবদুল মাজিদ পাকা স্তু নির্মাণ করেন। এগুলোর গায়ে মর্মর পাথর বসানো এবং স্বর্ণের কারুকাজ করা। প্রথম কাতারে ৪টি স্তু লাল পাথরের এবং এগুলোকে পার্থক্য করার সুবিধার জন্য সেগুলোর গায়ে নাম লেখা রয়েছে। মসজিদে নববির ভেতরে কয়েকটি উন্নতওয়ানা বা স্তু রয়েছে, সেগুলোকে রহমতের স্তু বা খুঁটি বলা হয়। রিয়াজুল জামাতে নারীদের প্রবেশের সময়সূচি: সকাল ৭টা থেকে ১১.৩০টা, দুপুর ১টা থেকে বেলা ৩টা, রাত ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত।

উন্নতওয়ানা হামানা: মিদ্বারে নববির ডান পাশে খেজুরগাছের গুঁড়ির স্থানে নির্মিত স্তুভের নাম উন্নতওয়ানা হামানা। নবী করিম (সা.) মিদ্বার স্থাপনের পর গুঁড়িটি উচ্চ স্বরে কেঁদে উঠেছিল।

উন্নতওয়ানা সারির: এখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইতিকাফ করতেন এবং

রাতে বিশ্বামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। স্তুটি হজরা শরিফের পশ্চিম পাশে জালি মোবারকের সঙ্গে রয়েছে।

উস্তওয়ানা উফুদ: বাইরে থেকে আগত লোকজন এখানে বসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং এখানে বসেই কথা বলতেন। স্তুটি ও জালি মোবারকের সঙ্গে রয়েছে।

উস্তওয়ানা আয়েশা (আয়েশা স্তু): এই স্তুটি উস্তওয়ানা উফুদের পশ্চিম পাশে রওজায়ে জানাতের ভেতরে।

উস্তওয়ানা তওবা আবু লুবাবা স্তু: একটি ভুল করার পর হজরত আবু লুবাবা (রা.) নিজেকে এই স্তুরের সঙ্গে বেঁধে বলেছিলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত হজুরে পাক (সা.) নিজে না খুলে দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সঙ্গে বাঁধা থাকব।’ নবী করিম (সা.) বলেছিলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলব না।’ এভাবে দীর্ঘ ৫০ দিন পর হজরত আবু লুবাবা (রা.)-এর তওবা করুল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। এটি উস্তওয়ানা উফুদের পশ্চিম পাশে রওজায়ে জানাতের ভেতরে অবস্থিত।

উস্তওয়ানা জিবরাইল: ফেরেশতা হজরত জিবরাইল (আ.) যখন ওহি নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানে দেখা যেত।

মিহরাবে নববি: মাকরহ ওয়াক্ত না হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে এখানে নফল নামাজ পড়ুন। মিহরাবের ডানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাঁড়ানোর জায়গা।

জান্নাতুল বাকি: মসজিদে নববির পাশেই জান্নাতুল বাকি (বাকিউল গরকাদ) কবরস্থান। এখানে হজরত ফাতেমা (রা.), হজরত ওসমান (রা.) সহ অগণিত সাহাবায়ে কিরামের কবর রয়েছে। এর এক পাশে নতুন নতুন কবর হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

মদিনার কয়েকটি ঐতিহাসিক মসজিদ

মসজিদে কুবা: হজরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় আগমন করে প্রথম শহরের প্রবেশদ্বারে কুবা নামক স্থানে নামাজ পড়েন। পরে এখানে মসজিদ গড়ে ওঠে।

কিবলাতাস্টিন মসজিদ: এই মসজিদে একই নামাজ দুই কিবলায় থাকে হয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে ওহি পাওয়ার পর নবী

মসজিদে কুবা



(সা.) ‘মসজিদ আল-আকসা’ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নামাজের মাঝাখানে মকামুয়ী হয়ে পরবর্তী অংশ সম্পন্ন করেছিলেন। এ জন্য এই মসজিদের নাম হয় কিবলাতাস্টিন (দুই কিবলা মসজিদ)। মসজিদের ভেতরে মূল পুরোনো মসজিদের অংশ অক্ষত রেখে চারদিকে দালান করে মসজিদ বর্ধিত করা হয়েছে।

মসজিদে মিকাত : মদিনা থেকে মকায় যাওয়ার পথে মসজিদে নববি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে মসজিদটি অবস্থিত। মদিনাবাসীর মিকাত বলে মসজিদটি মসজিদে মিকাত নামে পরিচিত।

মসজিদে জুমা : রাসুলুল্লাহ (সা.) হজরতের সময় কুবার অদূরে রানুনা উপত্যকায় ১০০ জন সাহাবাকে নিয়ে মসজিদে জুমার স্থানে প্রথম জুমার সালাত আদায় করেন।

মসজিদে গামামাহ : রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রথম ঈদের সালাত ও শেষ জীবনের ঈদের সালাতগুলো মসজিদে গামামাতে আদায় করেন। এখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়েছেন বলে একে মসজিদে গামামাহ বলা হয়। এটি মসজিদে নববির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

মসজিদে আবু বকর (রা.): এটি মসজিদে গামামাহর উভরে অবস্থিত। হজরত আবু বকর (রা.) খলিফা থাকাকালে এই মসজিদে ঈদের সালাত পড়াতেন। এটি মসজিদে আবু বকর (রা.) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ওহুদ যুদ্ধের ময়দান : ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুদ্ধ এটি। দুই মাথাওয়ালা একটি পাহাড়, দুই মাথার মাঝাখানে একটু নিচু—এটাই ওহুদের পাহাড়। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।



ওহুদ যুদ্ধের ময়দান

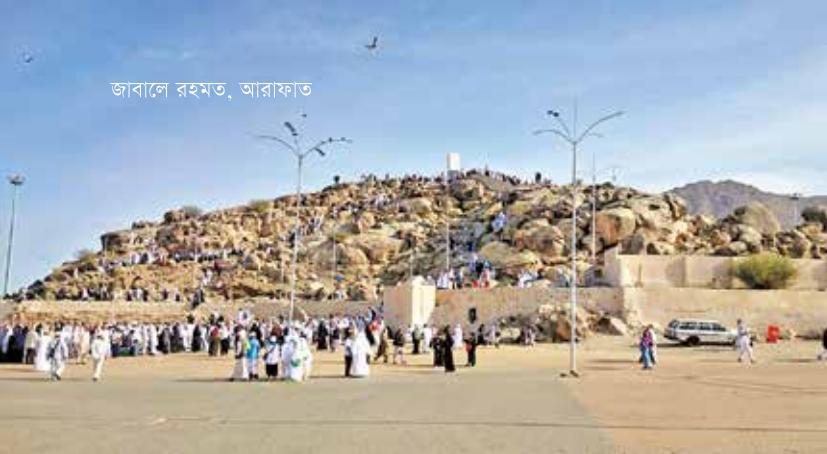
খন্দক যুদ্ধের ময়দান : ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ এটি। হজরত সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে খন্দক বা পরিখা খনন করা হয়েছিল।

■ মসজিদে কুবা, মসজিদে কিবলাতাস্টিন, ওহুদ পাহাড়, খন্দকের পাহাড় প্রভৃতি দেখার জন্য মসজিদে নববির বাইরে প্রবেশপথের কাছে ট্যার্কিচালকেরা প্যাকেজের ব্যবস্থা করে থাকেন। খবচ মাত্র ১০ রিয়াল। সময় পেলে দেখতে পারেন মসজিদে নববির উভর দিকের গেট দিয়ে বেরিয়েই সাহাবাদের মসজিদ, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাদশাহ ফাহাদ কোরআন শরিফ ছাপাখানা প্রকল্প।

দোয়াসমূহ

- মিনা, আরাফাত ও অন্যান্য দোয়া কবুলের স্থানে পড়তে পারেন।
- লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহুন্ন লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুলি শাইয়িন কাদীর।
 - আল্লাহস্মা ইম্মী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি, আল্লাহস্মা ইম্মী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুনইয়াইয়া ওয়া আহলী, ওয়া মালী।
 - আল্লাহস্মাস্তুর আওরাতী ওয়া আমিন রাওআতী, আল্লাহস্মাহ-ফিয়নী মিম বাইনি ইয়াদায়্যা, ওয়া মিন খালফী, ওয়া আন ইয়ামীনী, ওয়া আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী, ওয়া আউয়ু বিআয়মাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী।
 - আল্লাহস্মা আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহস্মা আফিনী ফী সাময়ী, আল্লাহস্মা আফিনী ফী বাসারী, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।
 - আল্লাহস্মা ইম্মী আউয়ু বিকা মিনাল কুফরি, ওয়াল ফাকরি, ওয়া আউয়ু বিকা মিন আয়াবিল কাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।
 - আল্লাহস্মা ইম্মী আউয়ু বিকা মিনাল হাস্মি ওয়াল হুয়নি, ওয়া আউয়ু বিকা মিনাল আজিয়ি ওয়াল কাসালি, ওয়া মিনাল বুখলি ওয়াল জুবুনি, ওয়া আউয়ু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল।
 - আল্লাহস্মাহদিনী লিআহসানিল আমালি ওয়াল আখলাকি লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াসরিফ আন্নী সায়িয়াআহা, লা ইয়াসরিফ আন্নী সায়িয়াআহা ইল্লা আনতা।
 - আল্লাহস্মা আসলিহ লী দীনী, ওয়া ওয়াসসি লী ফী দারী, ওয়া বারিক লী ফী রিয়কী।

- আল্লাহস্মা আতি নাফসী তাকওয়াহা, ওয়া যাক্কিহা আনতা খাইরু মান যাক্কাহা, আনতা ওয়ালিয়ুহা ওয়া মাওলাহা।
- আল্লাহস্মা ইম্মী আউয়ু বিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফাট, ওয়া কালবিন লা ইয়াখশাট, ওয়া নাফসিন লা তাশবাট, ওয়া দাওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা।
- আল্লাহস্মা ইম্মী আউয়ু বিকা মিন শাররি মা আমিলতু, ওয়া মিন শাররি মা লাম আমাল, ওয়া আউয়ু বিকা মিন শাররি মা আলিমতু, ওয়া মিন শাররি মা লাম আলাম।
- আল্লাহস্মা ইম্মী আউয়ু বিকা মিন যাওয়ালি নিমাতিকা ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা, ওয়া ফুজাতাতি নিমাতিকা ওয়া জমিই সাখাতিকা।
- রাবির আইম্মী ওয়া লা তুইন আলাইয়া, ওয়ানসুরনী ওয়া লা তানসুর আলাইয়া, ওয়াহদিনী ওয়া ইয়াসসিবিল হৃদা আলাইয়া।
- আল্লাহস্মা আলহিম্মী রশদী ওয়া আইয়নী মিন শাররি নাফসী।
- আল্লাহস্মা ইম্মী আসআলুকা ফাওয়াতিহাল খায়রি, ওয়া খাওয়াতিমাহ, ওয়া জাওয়ামিআহ, ওয়া আউওয়ালাহ, ওয়া আখিরাহ, ওয়া যাহিরাহ ওয়া বাতিনাহ, ওয়াদ দারাজাতিল উলা মিনাল জামাতি।
- আল্লাহস্মা ইম্মী আউয়ু বিকা মিন জাহদিল বালায়ি, ওয়া দারাকিশ শিকায়ি, ওয়া সুইল কাদায়ি, ওয়া শামাতাতিল আদায়ি।
- আল্লাহস্মা মুকাল্লিবাল কুল্যুবি, সাবিত কালবী আলা দীনিকা, আল্লাহস্মা মুসারিফাল কুল্যুবি, সারিফ কুল্যুবানা আলা তাআতিকা
- আল্লাহস্মা আহসিন আকিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা, ওয়া আজিরনা মিন খিয়ায়িদ দুনইয়া ওয়া আয়াবিল আখিরাহ।



- আল্লাহস্মা ইন্নী আসআলুকাল ফাউত্যা ইয়াউমাল কাদায়ি, ওয়া আইশাস সুআদায়ি, ওয়া মানবিলাশ্ শুহাদায়ি, ওয়া মুরাফাকাতিল আবিয়ায়ি, ওয়ান নাছরা আলাল আদায়ি।
- আল্লাহস্মা ইন্নী আসআলুকাস সিহ্বাতা ওয়াল আফিয়াতা, ওয়া হুসনাল খুলুকি ওয়ার রিদাআ বিল কাদর।
- আল্লাহস্মা ইলাইকা তাসমাউ কালামী, ওয়া তারা মাকানী, ওয়া তালামু সিরী ওয়া আলানিয়াতী, ওয়া লা ইয়াখফা আলাইকা শাইয়ম মিন আমরী, ওয়া আনাল বাযিচুল ফাকীর, ওয়াল মুসতাগীছুল মুসতাজীর, ওয়াল ওয়াজালুল মুশফিকুল মুকিরুল মুতারিফ ইলাইকা বিয়াম্বী, আসআলুকা মাসআলাতাল মিসকীন, ওয়া আবতাহিলু ইলাইকা ইবতিহালাল মুয়নিবিয যালীল, ওয়া আদউকা দোয়াআল খাইফিদ দারীরি, দোয়াআ মান খাদাআত লাকা রাকবাতুহ, ওয়া যাল্লা লাকা জিসমাতু, ওয়া রাগিমা লাকা আনফাতু।

একনজরে হজ		
তামাতু	কিরান	ইফরাদ
১. ওমরাহর ইহরাম (ফরজ)	হজ ও ওমরাহর ইহরাম (ফরজ)	হজের ইহরাম (ফরজ)
২. ওমরাহর তাওয়াফ (ফরজ)	ওমরাহর তাওয়াফ (ফরজ)	—
৩. ওমরাহর সাঞ্চ (ওয়াজিব)	ওমরাহর সাঞ্চ (ওয়াজিব)	—
৪. —	তাওয়াফে কুদুম (সুন্মত)	তাওয়াফে কুদুম (সুন্মত)
৫. —	সাঞ্চ (ওয়াজিব)	—
৬. মাথা মুওন করা বা চুল খাটো করা (ওয়াজিব)	—	—

৮ জিলহজ জোহরের নামাজের পূর্ব থেকে

৭. হজের ইহরাম (ফরজ)	—	—
৮. মিনায় রাত্যাপন (সুন্মত)	মিনায় রাত্যাপন (সুন্মত)	মিনায় রাত্যাপন (সুন্মত)
৯. জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, ফজর নামাজ মিনায় পড়া (সুন্মত)	জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, ফজর নামাজ মিনায় পড়া (সুন্মত)	জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, ফজর নামাজ মিনায় পড়া (সুন্মত)

৯ জিলহজ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত

১০. আরাফাতে অবস্থান (ফরজ)	আরাফাতে অবস্থান (ফরজ)	আরাফাতে অবস্থান (ফরজ)
---------------------------	-----------------------	-----------------------

আরাফার দিন সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার দিকে রওনা

১১. মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)	মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)	মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

১০ জিলহজ

১২. বড় জামারাকে (শয়তান) পাথর মারা (ওয়াজিব)	বড় জামারাকে (শয়তান) পাথর মারা (ওয়াজিব)	বড় জামারাকে (শয়তান) পাথর মারা (ওয়াজিব)
--	--	--

একনজরে হজ		
তামাতু	কিরান	ইফরাদ
১৩. দমে শোকৰ বা কোরবানি করা (ওয়াজিব)	দমে শোকৰ বা কোরবানি করা (ওয়াজিব)	—
১৪. মাথার চুল পুরো ফেলে দেওয়া বা চুল খাটো করা (ওয়াজিব)	মাথার চুল পুরো ফেলে দেওয়া বা চুল খাটো করা (ওয়াজিব)	মাথার চুল পুরো ফেলে দেওয়া বা চুল খাটো করা (ওয়াজিব)
শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া সবকিছু হালাল হবে		
১৫. তাওয়াফ (ইফাজা বা জিয়ারত) (ফরজ)	তাওয়াফ (ইফাজা বা জিয়ারত) (ফরজ)	তাওয়াফ (ইফাজা বা জিয়ারত) (ফরজ)
সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে		
১৬. সাঁঙ্গ (ওয়াজিব)	—	সাঁঙ্গ (ওয়াজিব)
১১-১২ জিলহজ জোহরের সময় থেকে শুরু করে পাথর মারা		
১৭. ১১-১২ তারিখ ছেট, মধ্যম, বড় শয়তানকে পাথর মারা (ওয়াজিব)	১১-১২ তারিখ ছেট, মধ্যম, বড় শয়তানকে পাথর মারা (ওয়াজিব)	১১-১২ তারিখ ছেট, মধ্যম, বড় শয়তানকে পাথর মারা (ওয়াজিব)
১৮. বিদ্যু তাওয়াফ (ওয়াজিব)	বিদ্যু তাওয়াফ (ওয়াজিব)	বিদ্যু তাওয়াফ (ওয়াজিব)
<p>উল্লেখ্য, ইফরাদ ও কিরান হজকারী তাওয়াফে কুদুম করবেন। তাওয়াফে কুদুমের সঙ্গে সাঁঙ্গ করলে তাওয়াফে জিয়ারতের পর আর সাঁঙ্গ করতে হবে না। তবে কিরান হজকারীদের জন্য তাওয়াফে কুদুমের সঙ্গে সাঁঙ্গ করা, ইফরাদ হজকারীদের জন্য তাওয়াফে জিয়ারতের সঙ্গে সাঁঙ্গ করা উচ্চ। তামাতুকারীরা হজের ইহুরামের পর নফল তাওয়াফ করে সাঁঙ্গ করে নিলে তাওয়াফে জিয়ারত বা ইফরাজের সময় আর সাঁঙ্গ করতে হবে না।</p>		

একজন হজযাত্রীর রুটিন

হজযাত্রীরা ৪০ থেকে ৫০ দিন সৌন্দি আরবে অবস্থান করেন। এর মধ্যে জিলহজ মাসের ৭ থেকে ১২ তারিখ হজের আনুষ্ঠানিকতায় পূর্ণ থাকে। আর আছে মদিনায় মসজিদে নববিতে আট দিন ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। বাকি দিনগুলো ইবাদত-বন্দেগি আর স্বাভাবিক জীবনযাপনে কাটে হজ পালনকারীদের।

হজ পালন করতে গিয়ে মক্কা-মদিনায় সাধ্যমতো ইবাদত করা ভালো। একজন হজযাত্রীর রুটিন কেমন হতে পারে। এই লেখায় একটা ধারণা দেওয়া হলো। স্থান, কাল, প্রাতভেদে সুবিধামতো আমলগুলো করার চেষ্টা করবেন। সব নামাজ মক্কায় থাকলে মসজিদুল হারামে আর মদিনায় অবস্থান করলে মসজিদে নববিতে জামাতে নামাজ আদায়ের চেষ্টা করা। এ ছাড়া ইশরাক, চাশত, আউয়াবিন, তাহাজুদ নামাজ ও প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষে ২টি করে তাওয়াফ করা, জমজম পানি খাওয়া এবং ঐতিহাসিক স্থানে বেড়াতে হেতে পারেন। এই অভিজ্ঞানগুলো লিখেও রাখতে পারেন।

তোরোতাত: তাহাজুদের নামাজ আদায়। মক্কা-মদিনায় জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করা। তাওয়াফ করা, জমজম পানি পান, কোরআন তিলাওয়াত করা।

সকাল: জমজমের পানি পান, সকালের নাশতা খাওয়া, ঐতিহাসিক স্থানে বেড়ানো, বাস্তিগত কাজ বা বিশ্রাম।

দুপুর: জামাতে জোহরের নামাজ আদায়। জমজমের পানি পান, দুপুরের খাবার খাওয়া, বিশ্রাম নেওয়া।

বিকেল: জমজমের পানি পান, মক্কা-মদিনায় জামাতে আসরের নামাজ আদায়।

সন্ধ্যা: জামাতে মাগরিবের নামাজ আদায় করা। তাওয়াফ করা, জমজমের পানি পান, কোরআন তিলাওয়াত করা, আল্লাহর জিকির করা।

রাত: মক্কা-মদিনায় জামাতে এশার নামাজ আদায়। তাওয়াফ করা।

জমজমের পানি পান, নফল নামাজ আদায়, বিতরের নামাজ আদায় করা। রাতের খাবার খাওয়া। রাতে ঘুমানোর প্রস্তুতি। আল্লাহর জিকির করা।

প্রাক-নিবন্ধনপর্ব

হজে যাওয়ার প্রথম ধাপ 'প্রাক-নিবন্ধন'

১



জাতীয় **
পরিচয়পত্র

এসব কাগজ, টাকাসহ 'ধাপ ২' অনুসরণ করুন



এমআর
পাসপোর্ট
পাসপোর্ট
সাইজ
রাঙ্গন ছবি
মোবাইল
নম্বর
৩০,৭৫২ টাকা *প্রাক-নিবন্ধনের জন্য

২

সরকারি ব্যবস্থাপনার জন্য

- ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয়
- হজ কার্যালয়, আশেকোনা, ঢাকা এর যেকোনো একটিতে ঘোষণাগ্রহণ করুন

ব্যবস্থাপনার জন্য

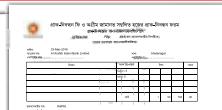
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রালয়ের
অনুমোদিত বৈধ হজ
এজেন্সি

'ধাপ ৩' অনুসরণ করুন

৩

'ধাপ ২' থেকে প্রাপ্ত ট্রাকিং নম্বর-সংবলিত
কাগজসহ ৩০,৭৫২ টাকা *

সরকারি-নির্ধারিত ব্যাংকে জমা দিন



নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে পুনরায় 'ধাপ ১' থেকে শুরু করুন

৪

ব্যাংক থেকে হজের প্রাক-নিবন্ধন সনদ এবং
আপনার মোবাইল নম্বরে এসএমএস পেলে
নিশ্চিত হবেন আপনার প্রাক-নিবন্ধন
সম্পন্ন হয়েছে।



নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে পুনরায় 'ধাপ ১' থেকে শুরু করুন

*** ১৮ বছরের নিচে হলে জন্মনিবন্ধন সনদ প্রযোজ্য। *টাকা কম বেশি হতে পারে।

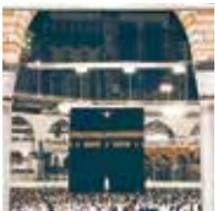
১০টি পরামর্শ (হজে যেতে চাইলে এসব বিষয়ে জেনে নিন)

- সব ধরনের খরচ সম্পর্কে ধারণা রাখা :** টাকা কম-বেশির ভিত্তিতে নয়, প্যাকেজের সুবিধাদি দেখে, শুনে, বুঝে চুক্তি করবেন।
- হজ প্যাকেজ :** হজ প্যাকেজ কত দিন, সৌন্দ আরবে অবস্থানের মেয়াদ কত দিন, কোথায় কত দিন অবস্থান এবং তা কীভাবে, মোয়াল্লেমের অতিরিক্ত সেবা খরচ বিস্তারিত জানতে হবে।
- মক্কা-মদিনায় বাসার অবস্থান :** মক্কায় বাসার ধরন (সমতল বা উঁচুতে) এবং তা কাবা শরিফ থেকে কত দূরে জেনে নিন। মদিনার বাসা মসজিদে নববির থেকে কত দূরে তা জেনে নিন।
- খাবার :** সৌন্দ আরবে পৌঁছে তিন বেলা খাবার দেওয়া হবে কিনা বা বিকল্প ব্যবস্থা কী, তা জানতে হবে।
- কোরাবানি :** প্রতারণা এড়াতে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবির কুপন কিনে দেওয়া ভালো।
- মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা :** হজের সফরে প্রচুর হাঁটাচলা করতে হয়। চাইলে যখন-তখন যানবাহন পাওয়া যায় না।
- ফিতরা বা স্থানান্তর :** মক্কার বাসা কাবা শরিফের কাছে-দূরে একাধিকবার বদল করাকে ফিতরা বলে। ফিতরা আছে কি না। হজের আগে না পরে ফিতরা হবে, তা জানতে হবে।
- হজের দিনগুলো :** মিনা, আরাফাতে খাবার, যাতায়াত, মক্কায় তাওয়াফ, সাঁই করতে যাওয়ার বিষয়ে কী ব্যবস্থা এবং মোয়াল্লেম কী কী সুবিধা দেবেন, তা-ও বিস্তারিত জেনে নেবেন।
- হজের নিয়মকানুন জানা :** প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক, হজ গাইড সংগ্রহ করে পড়ুন।
- মৌমিত প্যাকেজ :** সরকার ঘোষিত হজ প্যাকেজের চেয়ে কম টাকায় হজে গেলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ বই বিক্রির জন্য নয়

গত ১২ বছরে প্রায় ১৬ লাখ হজ গাইড বিনা মূল্যে দেওয়া হয়েছে

২০০৭ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে



হজ গাইড ডাউনলোড করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

২০১৯ সালে হজ গাইড ছাপা হলো

১ লাখ ৫০ হাজার কপি

প্রথম আলো

প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

www.prothomalo.com/hajj

ত্রয়োদশ মুদ্রণ : জুলাই ২০১৯